56

তারিখ 04 SEP [illegible]
পৃঃ ৩ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

ছাত্র শিবিরের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচীতে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত

চট্টগ্রাম ভার্সিটির আরো একটি শিক্ষক বাসে হামলা ভাঙচুর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো একটি শিক্ষক বাস দুষ্কৃতকারীদের হামলার শিকার হয়েছে। সকালে শহর থেকে শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে নেয়ার জন্য শহরে আসার পথে অক্সিজেন মোড়ে ৯৫২ নম্বর বাসটি ভাঙচুর হয়। ব্যসটি বর্তমানে অচল অবস্থায় ঘটনাস্থলে পড়ে আছে। এদিকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচীর গতকাল ৫ম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সকাল থেকে ঝাউতলা ও ষোলশহর স্টেশনে শিবির কর্মীরা ব্যারিকেড সৃষ্টি করলে বেলা ১১টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোনো শাটল ট্রেন পৌছতে পারেনি। কাম্পাসে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাটেনি। পরিস্থিতি সম্পর্কে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. তৌহিদ ওসমান খান জানান, যে কোনো সংগঠনের যুক্তিসংগত দাবী বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ সবসময় বিশ্বাসী। এজন্য আলাপ-আলোচনায় আসতে হবে। আলোচনায় না এসে ভাঙচুর ও বিশৃংখলা সৃষ্টি অনাকাংক্ষী। তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতি আহবান জানান। এদিকে গতকাল চাকসুতে অনুষ্ঠিত সঞ্জয়ের শোকসভায় বক্তাগণ শিক্ষক বাস ও শাটল ট্রেনে হামলা ও ছাত্র-শিক্ষকদের জীবন বিপন্ন করার তীব্র প্রতিবাদ জানান। 'উদয়াচল' সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম লিটনের সভাপতিত্বে এতে ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, অধ্যাপক রুহুল আমিন, অধ্যাপক হোসাইন কবির, ছাত্রনেতা শাহজাহান চৌধুরী, অধ্যাপক রুহুল আমিন, অধ্যাপক হোসাইন কবির, ছাত্রনেতা শাহজাহান চৌধুরী, নূরুল আবছার চৌধুরী, মোঃ কলিম, আহসান কবীর, মোঃ সাইদুল হক সবুজ, আহমেদ মুনীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে গতকাল শিবিরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫ দফা দাবীতে আহূত অবরোধ সর্বাত্মকভাবে সফল হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ একগুঁয়েমির কারণে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছেন না। প্রশাসনের একপেশে ভূমিকার কারণে পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর পরিণতি শুভ হবে না। উদ্ভূত ভয়াবহতার দায়িত্ব বহন করতে হবে প্রশাসনকে। বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হান্নান অপর এক যুক্ত বিবৃতিতে গতকাল স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. আবু ইউসুফের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। শিবির নেতারা ভিসির বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক, বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক এবং সমস্যাকে আড়াল করার নামান্তর বলে অভিহিত করেন। আজ মংগলবার বেতন উত্তোলনের লক্ষ্যে শিক্ষকগণ অবরোধের আওতামুক্ত থাকবে বলেও তারা জানান।